তথ্য জানতে নেই মানা

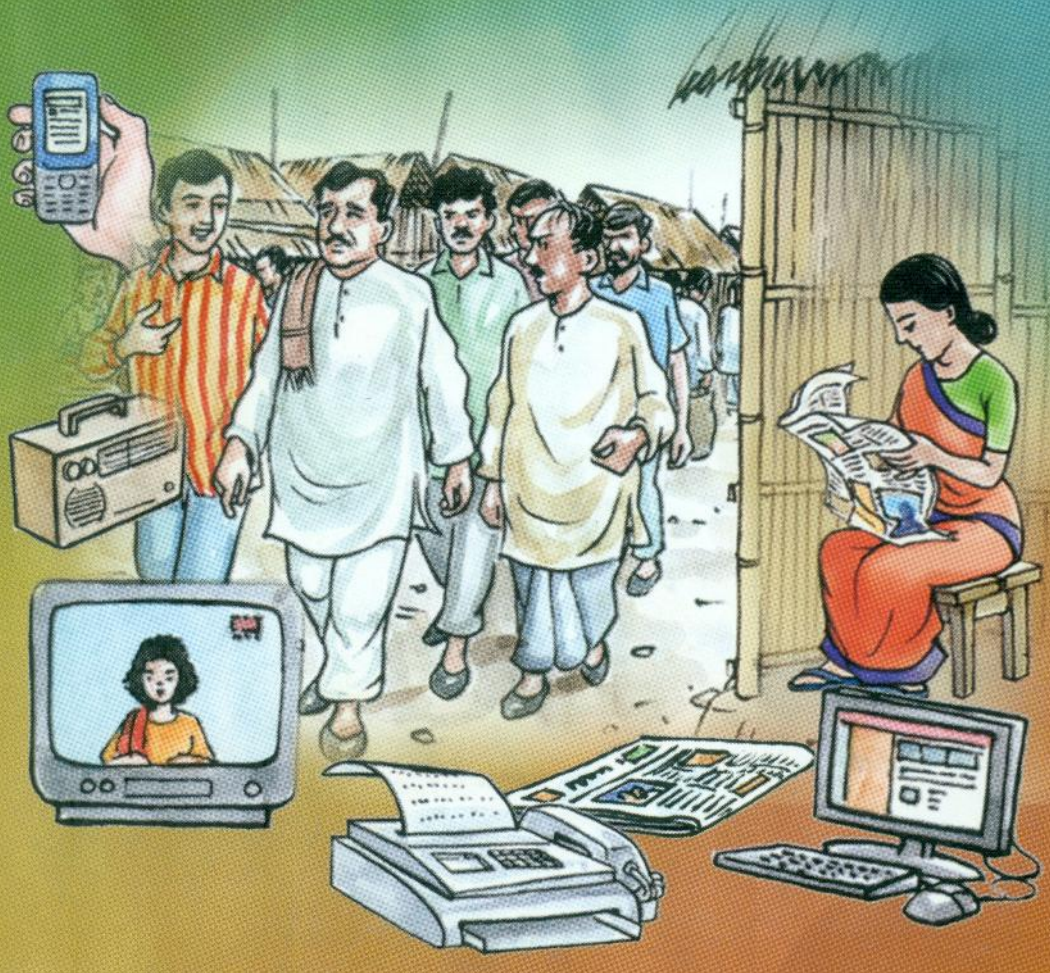

গণসাক্ষরতা অভিযান

অব্যাহত শিক্ষা উপকরণ

প্রকাশক
গণসাক্ষরতা অভিযান
৫/১৪, হুমায়ুন রোড
মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

প্রকাশকাল
ডিসেম্বর ২০০৯

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ
জাহিদ হাসান বেনু

অক্ষর বিন্যাস
মোকছেদুর রহমান জুয়েল

সূত্র
বাংলাদেশ গেজেট এপ্রিল ৬, ২০০৯
তথ্য অধিকার (তথ্য অধিকার কর্মীর হ্যান্ড বুক), মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত

মুদ্রণ

কাগজ কলম প্রিন্টার্স

EKN, SDC ও OXFAM-NOVIB -এর সহায়তায় গণসাক্ষরতা অভিযান কর্তৃক প্রকাশিত।

তথ্য জানতে নেই মানা

উন্নয়ন

আহমেদুর রশীদ টুটুল

খালেদা আক্তার লাবণী

পর্যালোচনা

তপন কুমার দাশ

সাকেবা খাতুন

মিজানুর রহমান

সহযোগিতায়

অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম

তথ্য কমিশনার, তথ্য কমিশন বাংলাদেশ।

গণসাক্ষরতা অভিযান

তথ্য জানতে নেই মানা

তথ্য কী

আমাদের খাওয়া-পরা, আয়-রোজগার, শিক্ষা-দীক্ষা, চিকিৎসা ইত্যাদির জন্য আছে নানা রকম কার্যক্রম ও সুযোগ-সুবিধা। সাধারণত কোনো প্রতিষ্ঠান এ সকল সুযোগ সুবিধা দিয়ে থাকে। দেশের নাগরিক হিসেবে এ সকল সুযোগ-সুবিধা ভোগ করা আমাদের অধিকার, তেমনি এ সুযোগ-সুবিধা কোথায় পাওয়া যায় তার খবরাখবর জানাটাও আর একটি অধিকার। জীবনের সাথে সম্পর্কিত এসব ঘটনা, সংবাদ, আলামত, খবরাখবর ইত্যাদিই হলো তথ্য।

সহজ কথায় তথ্য বলতে আইনগত ভিত্তি আছে এমন কোনো প্রতিষ্ঠান বা কর্তৃপক্ষের গঠন, উদ্দেশ্য, কাজ, সেবা, নথিপত্র এবং আর্থিক ও অন্যান্য সম্পদ সম্পর্কিত খবরাখবর বা বিবরণ বোঝানো হয়ে থাকে।

তথ্য অধিকার কী

তথ্য আপনার শক্তি, ক্ষমতার উৎস। আপনার জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে তথ্য দরকার। বাংলাদেশের সংবিধানে বলা আছে, আপনিই রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতার অধিকারী। রাষ্ট্রের সমস্ত সম্পদের মালিকানাও আপনার। বিভিন্ন দাতাসংস্থা যে অর্থ দেয় তাও আপনার জন্য। দেশের অনেক প্রতিষ্ঠান, যেমন- সরকারি হাসপাতাল, ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ইত্যাদি আপনার অর্থ দিয়েই চলে।

নাগরিকের অর্থ দিয়ে পরিচালিত প্রতিষ্ঠানগুলোর খোঁজ-খবর বা যাবতীয় বিবরণ জানার অধিকারই হলো তথ্য অধিকার।

মানুষের জানার আগ্রহ চিরকালের, এর কোনো শেষ নেই। তথ্য জানতে এবং জানা তথ্য কাজে লাগাতে মানুষ সব সময় নানা প্রতিষ্ঠানে যোগাযোগ করে। প্রতিষ্ঠানের দলিলপত্রে, প্রতিবেদনে অথবা কর্মকর্তার কাছে এসব তথ্য পাওয়া যায়। বাংলাদেশের যে কোনো নাগরিকের তথ্য জানার অধিকার রয়েছে।

দেশের মানুষ সরকারকে নানা ধরনের কর, খাজনা ইত্যাদি দিয়ে থাকে। এটি তার নাগরিক কর্তব্য। অন্যদিকে সরকার কীভাবে এ অর্থ ব্যয় করছে, এসব তথ্য জানার অধিকারও নাগরিকের আছে। শুধু তাই নয়, সরকারি অথবা বিদেশি সাহায্যে পরিচালিত যে কোনো সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের তথ্য জানাও নাগরিক অধিকার। তথ্য অধিকার আইন ২০০৯-এ এসব কিছু লেখা আছে। ১ জুলাই ২০০৯, জাতীয় সংসদে এ আইন পাশ করা হয়। তথ্য আদানপ্রদান এবং জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ প্রণীত হয়।

তথ্য অধিকার কেন দরকার

তথ্য জানা থাকলে অধিকার আদায় সহজ হয়। তথ্য জানা থাকলে খুব সহজেই সরকারি এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান থেকে দেওয়া সেবা বা সুযোগ-সুবিধা ভোগ করা যায়।

বাংলাদেশের সংবিধানে দেশের সকল নাগরিকের চিন্তা, বিবেক এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে মৌলিক অধিকার হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। পাশাপাশি জনগণকেই সকল ক্ষমতার মালিক হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করা হলে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসহ সকল প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পাবে। এতে করে দুর্নীতি কমবে এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা সহজ হবে। অবাধে তথ্য জানার ফলে জীবন ও জীবিকার পথ সহজতর হবে। তথ্য জানার এ অধিকার প্রতিটি নাগরিকের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ অধিকার।

ঘটনা চিত্র ১ :

ইউনিয়ন পরিষদ

২১ বছরের এক শিক্ষিত, সচেতন যুবক খলিল। সে নোয়াখালীর মাইজদী কলেজে পড়ে। ওদের গ্রামে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন শুরু হবে। নির্বাচনের আর মাত্র দুই মাস বাকি। পাড়ায় পাড়ায় চলছে এই নিয়ে নানা ধরনের আলাপ-আলোচনা। মাঝে মাঝে গ্রাম কাঁপিয়ে মিছিল-মিটিং হচ্ছে। গোটা গ্রাম জুড়ে যেন একটা উৎসব উৎসব ভাব। সব মিলিয়ে বর্তমান চেয়ারম্যান ফয়েজ মিয়া প্রচারণায় অনেক এগিয়ে আছেন।

রসুলপুর ইউনিয়ন পরিষদের কাছেই খলিলের বাড়ি। এক সকালে সে গেল ফয়েজ চেয়ারম্যানের সঙ্গে কথা বলতে। বাজারের রাস্তা দিয়ে যেতেই দেখা হলো ফয়েজ চেয়ারম্যানের সঙ্গে। তিনি সবেমাত্র নির্বাচনী মিটিং শেষ করে ফিরছিলেন। খলিলকে দেখেই কাছে ডাকলেন। সালাম দিয়ে খলিল এগিয়ে যায়। চেয়ারম্যান সাহেব জানতে চান খলিলের পড়াশোনার খবর, গ্রামে কবে এলো সেই সব। খলিল তাকে বলল, এবার নির্বাচনে সব ভোটার যেন ভোট দেয়, এ বিষয়ে সে কাজ করতে চায়। ইউনিয়ন পরিষদ সম্পর্কে ভোটারদের জানানো দরকার, যাতে যোগ্য মানুষ নির্বাচিত হতে পারে।

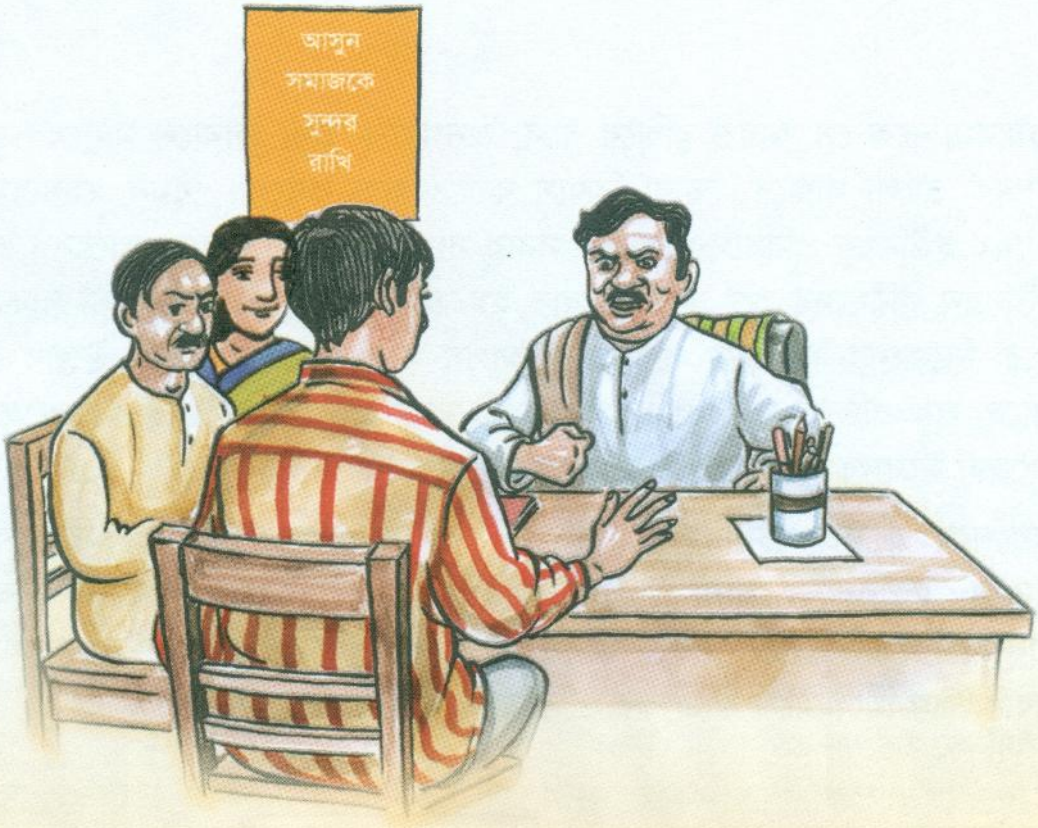

কথা বলতে বলতে ফয়েজ চেয়ারম্যান নিজের অফিসে এসে বসেন। জানতে চান, খলিলের কোনো তথ্য দরকার কিনা।

তখন খলিল জানতে চাইল, এ বছরে চৌকিদারি খাজনা হিসেবে মোট কত টাকা আদায় হয়েছে? বসতবাড়ির আদায়ি খাজনার পরিমাণ কত টাকা? নাগরিকদের এ টাকা দিয়ে কী কী কাজ করা হয়েছে? সেই সঙ্গে খলিল জানতে চায়, কালামুন্সি থেকে সোন্দলপুর পর্যন্ত রাস্তা পাকা করার জন্য কত গম বরাদ্দ হয়েছিল? সেই গম জনপ্রতি ২ কেজি কম করে কেন দেওয়া হলো? এটা তার জানা দরকার।

এ প্রশ্নে মোটেও খুশি হলেন না ফয়েজ চেয়ারম্যান। তিনি রাগ করে খলিলের দিকে তাকালেন এবং বললেন, দুদিনের পুঁচকে ছোঁড়া, বড় বড় কথা বলতে এসেছো। তোমাকে এসব তথ্য জানানোর সময় আমার নেই। কী হবে এসব জেনে?

চেয়ারম্যান সাহেবকে খলিল শান্ত হতে বলে। খলিল বলে, সমস্ত তথ্যের মালিক জনগণ। তথ্য জানলে ভোট দিতে ভোটারদের সুবিধা হয়। খলিল আরও বলে, ইউনিয়ন পরিষদের সব তথ্য মানুষের জানা থাকতে হবে। এ সব তথ্য কেউ দিতে না চাইলে সেটি হবে শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

চেয়ারম্যানকে সে আরও বুঝিয়ে বলে, জনগণকে তথ্য জানালে মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো থাকবে। তারা বিশ্বাস করতে শুরু করবে। যেমন, চেয়ারম্যান সাহেব ইউনিয়ন পরিষদের বাজেট সবার সামনে ঘোষণা করতে পারেন। এতে ইউনিয়ন পরিষদের অর্থ কীভাবে ব্যয় হয় তা সাধারণ মানুষের জানা থাকবে। তারা নিজেদের ইউনিয়ন পরিষদকে আপন মনে করবে। আইনে উল্লেখ করা আছে, সব প্রতিষ্ঠানকেই প্রতিবছর একটি করে প্রতিবেদন তৈরি করতে হবে। নিজেরা উদ্যোগ নিয়েই সব নাগরিককে তথ্য জানাতে হবে।

অবশেষে ফয়েজ চেয়ারম্যান খলিলের কথায় একমত হন। তিনি বুঝতে পারেন, ইউনিয়নের নানা উন্নয়ন কাজে ব্যয় করা অর্থের পরিমাণ জানালে মানুষের বিশ্বাস অর্জন সহজ হবে। এতে করে জনগণের বন্ধু হওয়া যাবে, সবার সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করাও সহজ হবে।

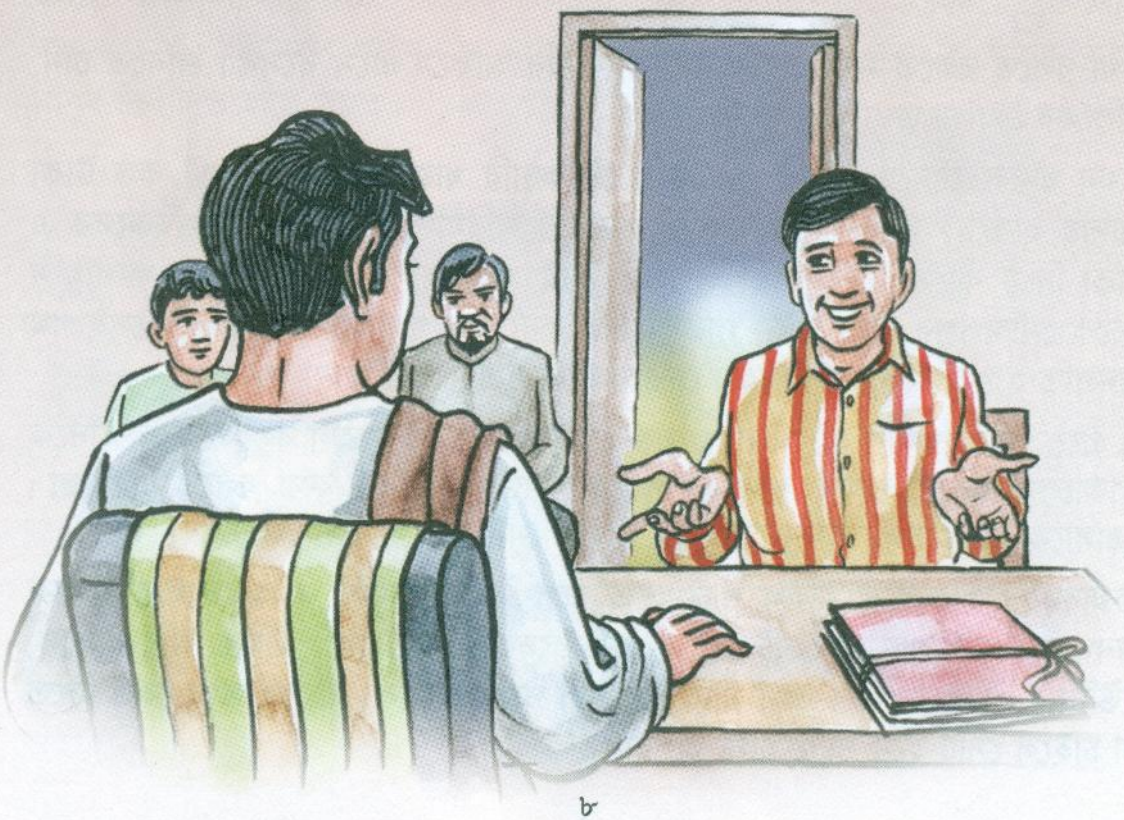

ঘটনা চিত্র ২ :

থানা

নোয়াখালী জেলার সুধারাম থানার ডিউটি অফিসার নাদিয়া কাজের ফাঁকে পত্রিকা পড়ছিলেন। সাংবাদিক সুজনকে দেখে তিনি কুশল জানতে চাইলেন। সালাম দিয়ে সুজন বসলেন চেয়ারে। একটি মামলার খোঁজ-খবর নিতে নিয়মিত থানায় আসেন সুজন। সুজন বললেন, তথ্য সংগ্রহে ঝামেলার দিন শেষ হলো। এখন থেকে আবেদনের মাধ্যমে ২০ দিনের মধ্যেই তথ্য পাওয়া যাবে। নাগরিকের চাওয়া তথ্যের সঙ্গে তৃতীয় পক্ষ জড়িত থাকলে ৩০ দিন পর্যন্ত সময় লাগতে পারে। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্য দিতে না পারলে যিনি তথ্য চেয়েছেন তাকে তিনি কারণ উল্লেখ করে ১০ দিনের মধ্যে জানিয়ে দিবেন।

নাদিয়া হেসে বললেন, তবে গোয়েন্দা বিভাগের তথ্যগুলো দেওয়া যাবে না।

সুজনও সঙ্গে সঙ্গে বললেন, মানবাধিকার লংঘন কিংবা দুর্নীতির তথ্য হলে গোয়েন্দা বিভাগ তথ্য কমিশনের অনুমোদন নিয়ে ৩০ দিনের মধ্যে তা নাগরিককে দিতে পারবে। এছাড়া প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক প্রতিবেদন থেকেও নাগরিকরা তথ্য পেতে পারেন। নিজ উদ্যোগেই প্রতিষ্ঠান তথ্য দিতে বাধ্য থাকবে।

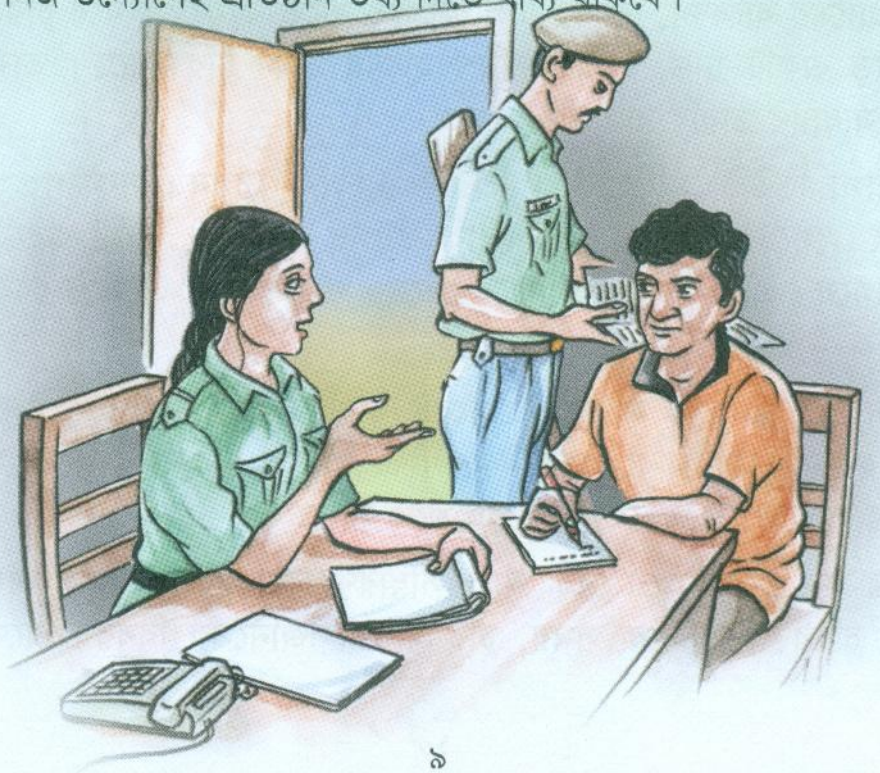

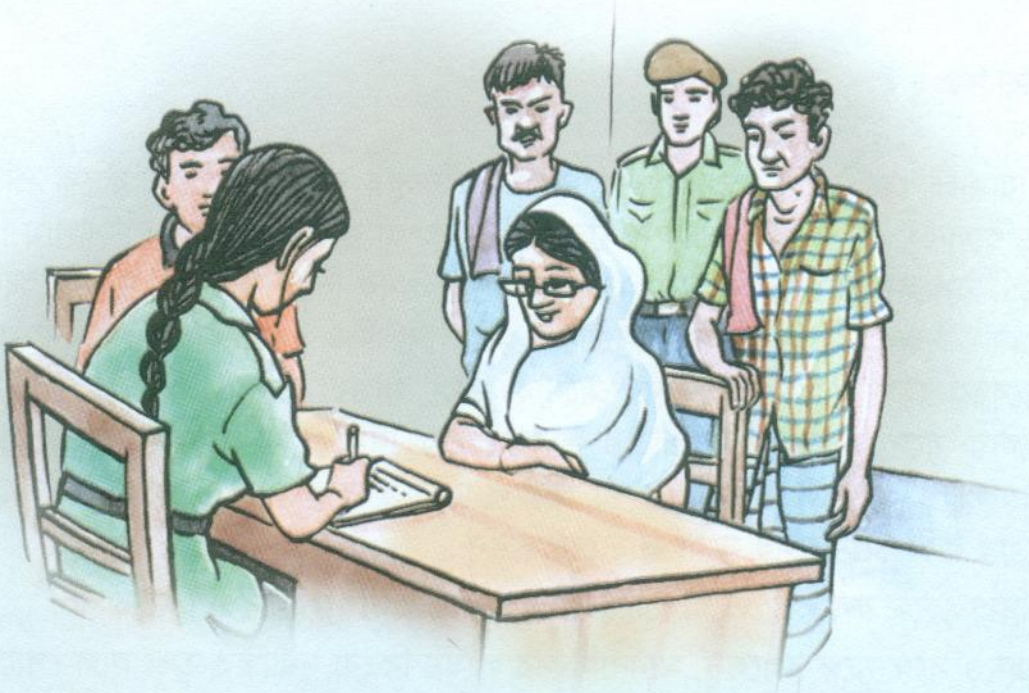

তথ্য অধিকার নিয়ে সুজন ও নাদিয়ার মাঝে নানা আলোচনা হচ্ছিল। এমন সময় স্কুল শিক্ষিকা বেবী আপা থানায় ঢুকলেন। সঙ্গে কফিল ও সাদেক। ওরা মিরপুর গ্রামের বাসিন্দা, রিকশা চালায়। গত রাতে কফিলের ঘরে চুরি হয়েছে। টিভি, বড় একটি ট্রাঙ্ক, জমানো বিশ হাজার টাকা চুরি গেছে। তারা থানায় এসেছে সাধারণ ডায়রি বা জিডি করতে।

বেবী আপা ডিউটি অফিসারকে বিষয়টি বুঝিয়ে বলেন। সকালেও কফিলরা এসেছিল। গেটের বাইরেই এক লোক তাদের বলেছিল, জিডি করতে পাঁচশ' টাকা লাগবে। এটা শুনে তারা ফিরে গেছে। পরে আবার এসেছে বেবী আপার সঙ্গে।

সব শুনে সুজন মন্তব্য করেন, এভাবেই দুর্নীতি হয়। ভুল তথ্য দিয়ে কেড়ে নেওয়া হয় সাধারণ মানুষের অধিকার। এ ঘটনায় কফিলের মতো অনেকেই হয়রানির শিকার হয়। এতে করে পুলিশকে মানুষ ভুল বোঝে।

কফিলের কাছ থেকে শুনে বেবী আপা সাধারণ ডায়রির জন্য আবেদনপত্র তৈরি করেন। চুরির আনুমানিক সময়, চুরি যাওয়া জিনিসের বিবরণ এতে উল্লেখ করেন।

তারা চলে যাওয়ার পর নাদিয়াকে সুজন বলেন, বেবী আপার মতো অন্যরাও সমাজের সাধারণ মানুষদের তথ্য পেতে সাহায্য করতে পারেন। তাছাড়া, কোথায় এবং কীভাবে সঠিক তথ্য পাওয়া যাবে তা ইমাম, ডাক্তার, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, মেম্বার এবং পাড়ার মুরব্বির কাছ থেকে জানা যেতে পারে।

ঘটনা চিত্র ৩ :

উপজেলা পরিষদ

কাঁটাখালি গ্রামের বেশির ভাগ ঘর খড় দিয়ে ছাওয়া। মাঝে মাঝে দুই একটি টিনের ঘর। এবারের ঝড়ে কাঁটাখালি গ্রামের সব ঘরের চালা উড়ে গেছে। এমনকি একটি মাত্র প্রাইমারি স্কুলের চালাটিও নেই। চালাহীন ঘরের দিকে তাকিয়ে আনমনে ভাবছিলেন শিক্ষক আতাউর সাহেব। দুই সপ্তাহ আগে উপজেলা চেয়ারম্যান প্রতিশ্রুতি দিয়ে গিয়েছিলেন স্কুলের জন্য তিন বান টিন দিবেন। কিন্তু, সেই টিনের এখনও কোনো খোঁজ নেই। তাই আতাউর সাহেব ঠিক করলেন মিনারকে নিয়ে উপজেলা পরিষদে যাবেন। এ নিয়ে কথা বলবেন।

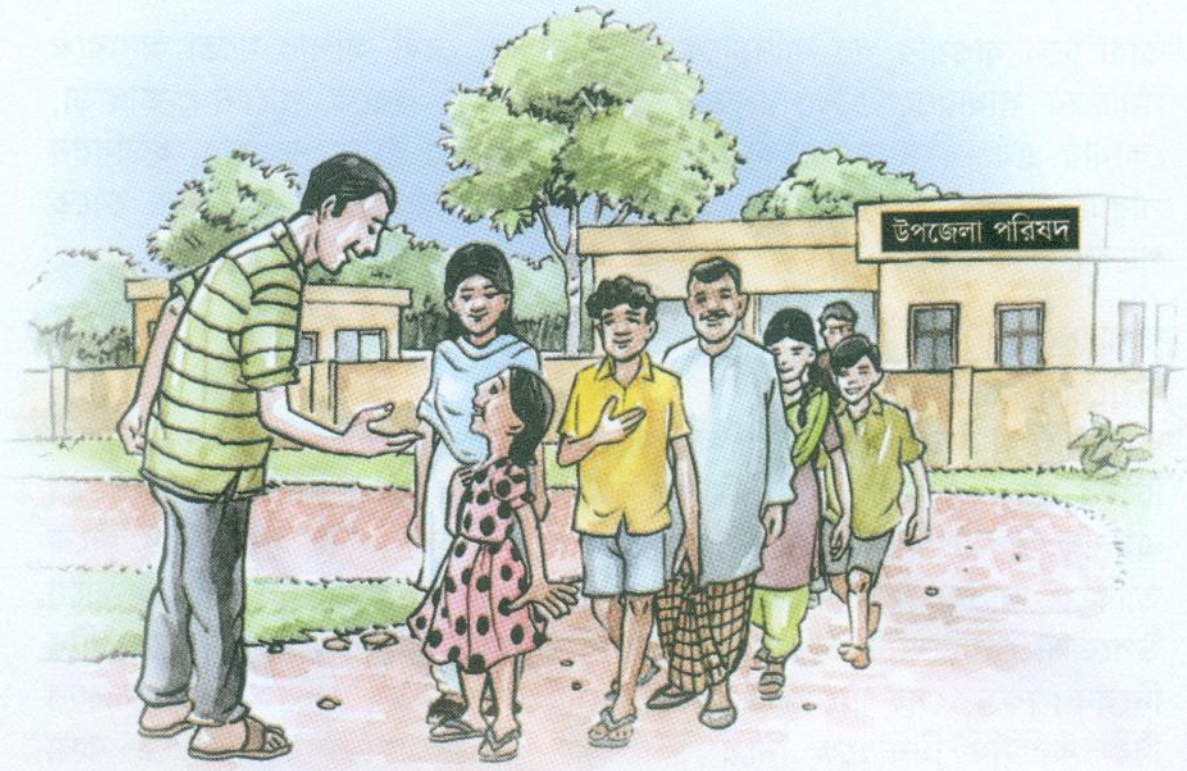

আতাউর সাহেব মিনার ও তার মেয়ে রূপবানকে নিয়ে রওনা হন। রূপবানের ইচ্ছে আজ উপজেলা পরিষদ দেখবে। সবাই গিয়ে পৌঁছান উপজেলা পরিষদে।

চেয়ারম্যানের রুমে ঢুকে আতাউর বিদ্যালয়ের সমস্যার কথা খুলে বলেন। চেয়ারম্যান বলেন, স্কুলের টিন এখনও উপজেলা পরিষদে এসে পৌঁছায়নি। আগামী শনিবার এসব টিন আসবে এবং সঙ্গে সঙ্গেই তা হেড মাস্টারের হাতে তুলে দেওয়া হবে।

শুনে খুব খুশি হয়ে রূপবান রুম থেকে বেরিয়ে বলে, আমরা আবার ইস্‌কুলে যামু? আতাউর রূপবানের মাথায় হাত বুলিয়ে বলেন, তুমি তোমার সব সাথীকে খবর দিও। আমরা আবার স্কুলে যাব। হাসিমুখে মাথা নাড়ে রূপবান।

স্কুলের জন্য নতুন টিন আসছে শুনে গ্রামের সকলে খুশি হলো। আতাউর সাহেব বললেন, উপজেলায় গিয়ে খোঁজ-খবর করাতেই এ কাজটি সহজ হলো। সব কাজেই এরকম খোঁজ-খবর রাখা দরকার।

কোথায় পাবেন তথ্য

কোথায় পাওয়া যাবে তথ্য, তথ্য কীভাবে চাইতে হবে, তথ্য দেওয়ার দায়িত্ব কার,এসবই জানা দরকার। তাই এক এক করে জেনে নেওয়া যাক তথ্যের সেই সব উৎস:

ইউনিয়ন পরিষদ : সাধারণ মানুষের তথ্য ভাণ্ডার হলো ইউনিয়ন পরিষদ। এখানে পাওয়া যাবে ইউনিয়নের কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষার সব তথ্য। নিজের জীবিকার সন্ধান করতে চাইলেও তথ্য মিলবে ইউনিয়ন পরিষদ থেকে। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে কাজ করে। সুতরাং তাদের কাছেও রয়েছে অনেক তথ্য।

জেলা পরিষদ : জেলা পরিষদে পাওয়া যাবে জেলার তথ্য। জেলা পরিষদ নিয়মিতভাবে ইউনিয়ন পরিষদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে।

তথ্য ইউনিট : অনেক প্রতিষ্ঠানেই রয়েছে তথ্য ইউনিট, সেখান থেকেও তথ্য সংগ্রহ করা যাবে।

তথ্য অফিস : তথ্য অফিসে সব ধরনের তথ্য জমা থাকে। এখানে মানুষের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি, কর্মসংস্থান, হাঁস-মুরগি পালন থেকে শুরু করে চাকরির খবর পর্যন্ত পাওয়া যায়। অধিকাংশ তথ্য কেন্দ্রে গ্রামের মানুষও নানা বিষয়ে তথ্য দিয়ে সহায়তা করতে পারেন।

উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র : গ্রামীণ মানুষকে তথ্য দিয়ে সহায়তা করে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র। শিশু স্বাস্থ্য, নারীদের প্রজনন স্বাস্থ্য, গর্ভবতী মায়ের যত্ন বিষয়ে এখানে তথ্য পাওয়া যায়। সাধারণ রোগের ক্ষেত্রে করণীয় কী হবে, কোন ওষুধ দেওয়া যাবে, ওষুধ কোথায় পাওয়া যাবে তাও এ প্রতিষ্ঠান থেকে জানা সম্ভব।

বাজার কমিটি : বাজার কমিটির লোকজন সব সময়ই এলাকায় থাকেন। হাট বাজারে গেলে তাদের কাছ থেকে বাজার দর, বাইরে জিনিসপত্র পাঠানোর সহজ উপায় জানা যাবে।

এনজিও : বাংলাদেশের প্রায় সব এলাকায় এনজিও কাজ করে। তারা বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য জানাতে পারে। এসব তথ্য জেনে দরিদ্র মানুষ আর্থিক উন্নতির জন্য এনজিও'র সহায়তা নিতে পারে।

নিজের প্রয়োজন নিজেকেই বুঝতে হবে। স্কুল, কলেজের শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও গণ্যমান্য সকলের সঙ্গে আপনাকে কথা বলতে হবে, দরকারি তথ্য বুঝে নিতে হবে। কারণ, তথ্য জানতে মানা নেই। প্রতি উপজেলায় পরিসংখ্যান অফিস, তথ্য ইউনিট, ত্রাণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র থেকে আপনিও আপনার প্রয়োজনীয় তথ্য জানতে পারেন।

কী আছে তথ্য অধিকার আইনে

তথ্য শুধু সাধারণ মানুষের দাবি নয়। এটি গণতান্ত্রিক অধিকার এবং নাগরিক অধিকার। কিন্তু, কী আছে এই তথ্য অধিকার আইনে? কী তথ্য জানতে পারবেন নাগরিকরা? তথ্য অধিকার নিয়ে এসব প্রাসঙ্গিক বিষয় আমরা প্রশ্নোত্তর আকারে সাজিয়ে নিতে পারি।

প্রশ্ন : তথ্য চাওয়ার অধিকার কাদের?

উত্তর : তথ্য পেয়ে উপকৃত হতে পারেন এমন যে কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান তথা প্রত্যেক নাগরিকের।

প্রশ্ন : তথ্য পাওয়ার জন্য করণীয় কী?

উত্তর : কী ধরনের তথ্য দরকার তা উল্লেখ করে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে লিখিত আবেদন করতে হবে।

প্রশ্ন : সব ধরনের তথ্যের জন্য কি লিখিত আবেদন করা প্রয়োজন?

উত্তর : প্রতিষ্ঠানের সামনে বা প্রধান দরজার পাশে "সিটিজেন চার্টার" হিসেবে অনেক তথ্য লিপিবদ্ধ থাকে। এছাড়াও কিছু তথ্য আছে যা মৌখিকভাবে জানা যাবে। তবে কোনো কোনো তথ্য পেতে হলে নির্দিষ্ট ছক অথবা সাদা কাগজে আবেদন করা লাগতে পারে।

প্রশ্ন : সব তথ্য কি মূল্যের বিনিময়ে জানতে হবে?

উত্তর : না। কিছু কিছু তথ্য বিনামূল্যে, কিছু তথ্য নির্ধারিত মূল্যের বিনিময়ে পাওয়া যাবে।

প্রশ্ন : তথ্য পেতে হলে কি সব সময় নিজেকে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে যেতে হবে?

উত্তর : না। অনেক ক্ষেত্রে সুবিধা থাকলে ফ্যাক্স বা ই-মেইল করেও তথ্য চাওয়া যাবে। এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট ছক না থাকলে সাদা কাগজে আবেদন করা যেতে পারে।

প্রশ্ন : তথ্য না পেলে কেউ আপীল করতে পারবেন কী?

উত্তর : নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে তথ্য লাভে ব্যর্থ হলে কিংবা তথ্য বিশ্বাসযোগ্য মনে না হলে সিদ্ধান্ত লাভ করার পরবর্তী ৩০ দিনের মধ্যে আপীল করা যাবে। উক্ত সময়সীমা পার হওয়ার পরও আপীল আবেদন করা যাবে।

প্রশ্ন : তথ্য কমিশনের কাছে কী কী কারণে অভিযোগ করা যাবে?

উত্তর : কোনো ব্যক্তি নিম্নলিখিত কারণে কোনো অভিযোগ দায়ের করলে তথ্য কমিশন, এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, উক্ত অভিযোগ গ্রহণ, তার অনুসন্ধান এবং নিষ্পত্তি করতে পারবে। যেমন :

১. তথ্য দেওয়ার কাজে কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি না থাকলে
২. তথ্য দিতে না চাইলে
৩. নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তথ্য না দিলে বা না দেওয়ার কারণ না জানালে
৪. তথ্য প্রদানের জন্য অযৌক্তিক কোনো মূল্য দাবি করলে
৫. অসম্পূর্ণ, ভুল বা বানোয়াট কোনো তথ্য দিলে।

প্রশ্ন : তথ্য অধিকার খর্ব হলে কোনো শাস্তির ব্যবস্থা আছে কি?

উত্তর : তথ্য অধিকার খর্ব করলে তথ্য প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের জন্য জরিমানা ও বিভাগীয় শাস্তির বিধান রয়েছে। ক্ষতিপূরণেরও ব্যবস্থা রয়েছে।

প্রশ্ন : কী পরিমাণ জরিমানা করা হবে?

উত্তর : তথ্য সরবরাহের আবেদন গ্রহণের তারিখ অথবা তথ্য সরবরাহের তারিখ পর্যন্ত প্রতি দিন ৫০ টাকা হারে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে জরিমানা করা যেতে পারে। এই জরিমানার পরিমাণ ৫,০০০ টাকার বেশি হবে না। তবে শর্ত থাকবে, জরিমানার আগে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে তার বক্তব্য উপস্থাপনের সুযোগ দিতে হবে।

প্রশ্ন : তথ্য প্রাপ্তির সর্বোচ্চ সময়সীমা কতদিন?

উত্তর : তৃতীয় পক্ষ জড়িত থাকলে, আপীল করলে অথবা অভিযোগ করলে সর্বোচ্চ ৩০ দিন সময় লাগতে পারে।

প্রশ্ন : সঠিক তথ্য না পেয়ে কোনো ব্যক্তি তথ্য কমিশনে আপীল বা অভিযোগ করলে তা নিষ্পত্তিতে সর্বোচ্চ কতদিন লাগতে পারে?

উত্তর : সর্বোচ্চ ৭৫ দিন সময় লাগতে পারে।

উপকরণ প্রসঙ্গ

সময়ের সঙ্গে পরিবর্তন হচ্ছে মানুষের রুচি, পছন্দ ও চাহিদা। এর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রতিনিয়ত মানুষের পঠন চাহিদারও পরিবর্তন ঘটছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার্থীদের জন্য নতুন নতুন বিষয়ে আরও শিক্ষা উপকরণের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। এসব চাহিদা বিবেচনা করে গণসাক্ষরতা অভিযান উপকরণ উন্নয়ন কর্মশালা আয়োজনের মাধ্যমে নতুন নতুন বিষয়ে অব্যাহত শিক্ষা উপকরণ উন্নয়ন করে থাকে।

গণসাক্ষরতা অভিযান এবারও দুটি অব্যাহত শিক্ষা উপকরণ উন্নয়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এ দুটি উপকরণের মাধ্যমে বিদেশ যেতে হলে করণীয় এবং তথ্য পাওয়ার উপায় সম্পর্কে জানার পাশাপাশি সাক্ষরতা কোর্স সমাপনকারী এবং ঝরে পড়া শিক্ষার্থীদের পঠন অভ্যাস তৈরি হবে বলেও আশা করা যায়।

শিক্ষা উপকরণ উন্নয়ন কর্মশালা পরিচালনা, উপকরণসমূহ সম্পাদনাসহ উপকরণ উন্নয়নে যুক্ত সকলকে, বিশেষ করে উপকরণ প্রকাশনা কাজে যাবতীয় উদ্যোগ গ্রহণের সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। উপকরণটি পড়ে পাঠক উপকৃত হলে তবেই আমাদের চেষ্টা সফল হবে।

আসুন, নিয়মিত বই পড়ি, অন্যকেও বই পড়তে বলি।

রাশেদা কে. চৌধূরী
নির্বাহী পরিচালক

তথ্য অধিকার আইন ২০০৯
বাংলাদেশ

সরকারের কাছ থেকে তথ্য জানুন,
সরকারের কাজে স্বচ্ছতা আনুন।

জনগণকে শাসন করে অন্যসব আইন,
সরকারকে শাসন করে তথ্য আইন।

সরকার কীভাবে দেশ চালায়
তা জানতে চাওয়া জনগণের মৌলিক
অধিকার।

সরকার চলে জনগণের টাকায়।
তাই
জনগণ সরকারের কাছে হিসাব
চায়।

সূত্র : রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস্, বাংলাদেশ (রিইব)